পরিচয়

অঞ্জন সেনগুপ্ত

অবাক হলেন শুভপ্রসন্ন। প্রথমটায়। আজকাল বিস্ময় সহজে আসে না। অবাক হওয়ার বয়সও পেরিয়ে গেছে। জীবন যে শেষের দরজায় পা রেখেছে! নতুন কিছু এখন তাঁর কাছে পুরোনো। প্রাচীন। এখন মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন জীবন বৃত্তের মতই। ঘূর্ণিচক্র। জন্মাও আর ঘোরা শু কর। প্রথম প্রথম সবকিছুই নতুন। খোলা চোখে দেখ। যখন জন্ম নিয়েছ তখন চোখ ছিল বোজা। কোথায় আসছ জান না। যে রমণী প্রথম হাত পেতে নিল সেই তো অপেক্ষা করে কখন তুমি কাঁদবে। কাঁদো। কাঁদলেই তো বোঝা যাবে প্রাণ আছে। পেছনে চাপড়। নরম হাতের। আদরের। প্রথম আর্তনাদ। তোমার কান্না শুনেই তো জগত খুশি। প্রমান হল, প্রাণ আছে। কান্না দিয়ে শু। শু হল কোল থেকে কোলে। মাটিতে পা ফেলা। একটু একটু করে বাড়া। নতুন কিছু। সবকিছু। কিন্তু সে তো একটা বয়স পর্যন্ত। ত ারপর ফিরে আসা। সেই পুরাতনেরা এক চক্কর শেষ করে তোমার মুখোমুখি হয়। নতুনের কাছে নতুন। কিন্তু পুরাতনের কাছে? নতুন বোতলে পুরোনো মদ? কি করে আর অবাক হন? অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এখন। জীবন শিখিয়ে গেছে। অবাক হওয়া তাণ্যের সৌন্দর্য।

বিস্ময়টা ক্রমশঃ বেদনায় বাসা বাঁধছিল। তিরতির করে ব্যাথানদী ছড়িয়ে পড়ছিল। তন্ত্রীতে । মজ্জায়। ক্রমশ সারা শরীরে। টের পাচ্ছেন শুভপ্রসন্ন। বহুদিন পর অনুভব করছেন। তাঁর মনের কি এখনও এত জোর আছে? এত কষ্ট পাওয়ার?

অবাক চোখে রাইকে দেখলেন শুভপ্রসন্ন। রাই, মল্লিকার মেয়ে। শুভপ্রসন্নরও। অন্যভাবে তো কখনও দেখেননি। তেইশের রাই। তেইশের মল্লিকা নয়? মল্লিকার মেয়ে। অথচ মল্লির মত নয়। তেইশের মল্লি। রঙটা একটু চাপা। টানা চোখ। গভীর কালো মণি। মণির পরতে পরতে বিশ্বাসের ছোঁয়া। কিসের যেন একটা আকুলত া। সবসময়ই যেন বলছে আমাকে দেখ। আমি তোমার ভরসাতেই আছি। কি গভীর টান ঐ বলা আর্তির।

কার হাত ধরে প্রথম গেছিলেন মল্লির বাড়ীতে? দয়াময়? হ্যাঁ। দয়াময়। দয়াময় বলত ওর কথা। মল্লির পাড়ায় থাকতো দয়াময়। শুভপ্রসন্নর সহকর্মী। নিজের ব াড়ীতে যেতে বলত না। মল্লির বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইত। অনেকেই যেত। একটা আড্ডার আসর ছিল। মধ্যমণি মল্লিকা অবিবাহিতা নয়। বিবাহিতা। কর্তা ছিলেন স্কুলমাষ্টার। তখনকার দিনের। সামান্য আয়। সংসার চালাতে নোটবই লেখার চেষ্টা করছেন দিনরাত। নকুল মিত্র। সংসার চালাত মল্লি। কিভাবে চলত বাইরের লে াক আন্দাজ করার চেষ্টা করত। আন্দাজটা খারাপ দিকেই যেত। ভুল হত। আড্ডায় চা-বিস্কুট হতই। আলোচনা। মৃনাল সেন, সত্যজিৎ, সমরেশ বসু, নতুন লেখক সুনীল, শক্তির কবিতা। জ্যোতি বসু তখনও। কত কি! ঠাট্টা করতেন দয়াময়কে। সে রোজ টানত। চল না একদিন। গেলে বুঝবে। ফিরতে পারবে না।

দয়াময় কি হাত দেখতে জানত? ফিরতে পারেন নি শুভপ্রসন্ন। ওই চোখ। কেমন সহজে নিজের অসহায়তার কথা বলে। অথচ কোথায় যেন একটা জোরও আছে।

কাল আসবেন তো? দরজার গোড়া থেকে প্রশ্ন ছুড়ে দিত। অসহায়ভাবে। তারপরেই কোত্থেকে যে প্রশ্রয়টা আসত! আসবেন কিন্তু! অবশ্যই! আসতেই হত। দয়াময় ভুল বলে নি। প্রথমের পর দুদিন যাননি। জড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। তখনও। কোনদিনই জড়াতে চান নি শুভপ্রসন্ন। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবসা শু করেছেন তখন। দাঁড় করাতে পারলে চাকরী ছাড়বেন। মন সরে যাক চান নি। তবুও না গিয়ে পারেনও নি। দয়াময়ের মাধ্যমে ডাক এসেছিল।

ধীরে ধীরে মল্লিকার দায় নিতে শুরু করেছিলেন। রাই কোন স্কুলে পড়বে? বাঙলা না ইংলিশ মিডিয়াম? কে ভর্তি করবে? শুভপ্রসন্ন। নকুলবাবুর জ্বর হয়েছে। ড াক্তার ডাকবে শুভপ্রসন্ন। নকুলবাবুর নোটবই ছাপা হবে না? আলবৎ হবে। শুভপ্রসন্ন আছে না? রাই ক্লাস ফাইভে। স্কুল বদলাবে শুভপ্রসন্ন। জড়িয়ে গেলেন। অ াষ্টে পৃষ্টে। হঠাৎ একদিন খেয়াল হয়েছে। আড্ডার আসর বসে না। দয়াময় আসে না। তখন চাকরী ছেড়ে ব্যবসা ধরেছেন। দয়াময় কেন আসে না ? দয়াময় হাসে। তুমি থাকতে আমরা কোথায়? আমাদেরও একটু দেখো। দয়াময়ের হাসি কি তির্যক হয়েছে? গ্রাহ্য করেন নি শুভপ্রসন্ন। বন্ধুবান্ধব হাসিঠাট্টা করছে। আড়ালে। শুভপ্রসন্ন তখন বড় ব্যবসায়ী। সামনে হাসা সহজ নয়। বিয়ে করেন নি। লোকে ভেবেছে মল্লিকাই কারণ। একমাত্র শুভপ্রসন্নই জানেন। কোনদিনই জড়াতে চাননি সংসারে। তার চেয়ে এই তো বেশ। মল্লিকার সংসার। দেখভাল করছেন শুভপ্রসন্ন। কেয়ারটেকার? মল্লিকা কি এসব শোনে নি? ভাবে নি? অথবা মল্লিকা কে ানদিন তাকে বিয়ে করতেও বলে নি। কেন বলে নি? হয়ত মল্লিকাও সত্যিটা জানে। জানে কোনদিন চোখে লোভ নিয়ে তাকাননি শুভপ্রসন্ন। মেয়েরা তো এসব সহজে ধরতে পারে। তিনি শুনেছেন। মহিলা চরিত্রে হয়ত বিশেষজ্ঞ নন। জীবনে নারী বলতে এই একজনই। তাকে দেখে কি সব শরীর বিচার করা যায়? কিন্তু এটা সত্যি। মল্লিকার আপদে বিপদে শুভপ্রসন্নই এসেছেন। বারবার। যতবার দরকার পড়েছে। নিজে এসেছেন। মল্লিকাও ডেকেছে সময়ে অসময়ে। মল্লিকাকে ভেঙে পড়তে দেননি। মল্লিকাও যেন জানত। জানত শুভপ্রসন্ন আছেন। এইভাবেই থেকেছেন। বাইরের রসনা যতই জোরাল হোক কখনও মল্লিকার কাছে কিছু চান নি। কিই বা দিতে পারত সে? শরীর? সে তো বিয়ে করলেও পেতেন। তাহলে কিসের সম্পর্ক? এতদিন ভাবেন নি এত কিছু। আজ রাই ভাবাল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাই। পিছন ফেরা শুভপ্রসন্নর দিকে। এখান থেকে একদম সেই মল্লিকা। কিন্তু শুভপ্রসন্ন জানেন। এই দিকটা মিথ্যে। রাই ফিরলেই রাই। রাইয়ের রঙ উজ্জ্বল। পাতলা ভু। চোখে কি আছে পড়া যায় না। হয়ত ঐ চোখ পড়ার বয়স পেরিয়ে এসেছেন। রাই রাস্তা দেখছে। কঠিন কথাটা বলে কি শুভপ্রসন্নর মুখোমুখি হতে পারছে না?

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন শুভপ্রসন্ন। বাথমে গিয়ে মুখেচোখে জল দিলেন। একটু শীতলতা দরকার ছিল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছেন। ঘষে ঘষে শেষ জলবিন্দুও শুষে নেন। আয়নায় চোখ পড়ে। কপালে ভাঁজ পড়েছে। কত হল? অনেকদিন আগেই কানের পাশের চুল রঙ বদলেছে। কপালের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে প্রায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত। আবার জল। কোথা থেকে এল? চোখের কোণে। তোয়ালে জোরে জোরে ঘষেন।

দরজা খোলার শব্দে রাই পিছন ফেরে। শুভপ্রসন্নর মুখটা ফোলা ফোলা লাগছে। বাথমে এতক্ষণ কি করছিলেন? শুভপ্রসন্ন সোজাসুজি ওর চোখে চোখ রাখেন।

"চা খাবে রাই?"
"না। চা খেতে আসিনি।" রাইয়ের গলায় কাঠিন্য এখনও অনুভব করতে পারেন শুভপ্রসন্ন। ধীরে ধীরে বিছানার উপর বসেন। হাত বাড়িয়ে চেয়ারটা টেনে নেন কাছে।
"বসো রাই।"
রাই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।
"এভাবে কি কথা বলা যায়?" চিরকালই শুভপ্রসন্ন নীচুস্বরে কথা বলেন। "তুমি ওখানে — আমি এখানে। এভাবে কি আলোচনা হয়?"

"আলোচনার তো কিছু নেই। আলোচনা করতে আমি আসি নি। আমি আপনাকে বলছি আপনি আর কখনও আমাদের বাড়ীতে পা দেবেন না। আপনি আমায় কথা দেবেন।"

"কিন্তু কেন রাই? কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন উঠছে কেন? মল্লিকা বলেছে?"
"মা? মা আপনাকে কোনদিন একথা বলবে? বলবে না আপনি জানেন।"
"তুমি তোমার মাকে না জানিয়ে একথা আমাকে বলতে এসেছ? আমি তোমাদের জন্য সারাজীবন কি করেছি তা জেনেও?"
"হ্যাঁ।" রাইয়ের মুখটা অস্বাভাবিক লাল। জ্বর হয়েছে কিনা ভাবেন শুভপ্রসন্ন। ছোটবেলায় খুব জ্বরে ভুগত। টনসিলের উপদ্রবও ছিল। জ্বর হলেই ভীষণ ছটফট করত রাই। বড় তাড়াতাড়ি কাতর হত। শুভপ্রসন্নকে বসে থাকতে হত ওর বিছানার পাশে। ছোট হাত মুঠোয় ধরত জামার হাতা। বাড়ী যেতে দিতে চাইত না। যতক্ষণ না ঘুমত ছাড়া পেতেন না শুভপ্রসন্ন। ঘুমন্ত মুঠি যখন আলগা হত আস্তে করে উঠে দাঁড়াতেন। মল্লিকা খেয়ে যেতে বলত। কোনদিন খেতেন। কোনদিন নয়। যতই রাত হোক, ফার্ন রোডের এক কামরার ফ্লাটে ফিরে গেছেন। পরের দিন সকালে আবার এসেছেন।
উঠে গিয়ে রাইয়ের কপালে হাতের উল্টোপিঠ ছোঁয়ান। রাই সরে যায়।
"একটু গরম তো কপালটা। একটা ক্যালপল দেব?" কিছু ওষুধ শুভপ্রসন্ন সবসময়ই তাঁর ওষুধের বাক্সে রাখেন। একা থাকেন। দরকার পড়ে সময়ে অসময়ে।
"এসব বলে আমাকে নরম করতে পারবেন না।" রাই বড় একরোখা। কোথায় যেন একটা ভয়ঙ্কর জেদ লুকনো আছে। জেদ তো মল্লিকারও আছে। জেদের পাঁচিল আছে। টপকানো যায় না। পাঁচিলটা অদৃশ্যই থেকেছে চিরকাল। কিন্তু নীরব অস্তিত্ব জানান দিয়েছে। রাই অন্যরকম। হবেই তো।
শুভপ্রসন্ন শান্তই থাকেন। কোনদিনই তো সঙ্কটে স্থৈর্য হারান নি। কিন্তু এও তো কোনদিন আসে নি।

"রাই, আমি তোমার মায়ের বন্ধু। সেই সূত্রেই তুমি আমার আপনজন। অন্ততঃ আপনজনের মতোই তোমাদের দেখে এসেছি। কিন্তু বন্ধুত্বটা তো একতরফা নয়। তোমার মার সাথে তো আমাকে কথা বলতেই হবে। তুমি জান আমি হঠাৎ সম্পর্কছেদ করলে মল্লিকা সেটা কিভাবে নেবে।
"নেবে। খুব খারাপভাবে নেবে। আর সেজন্যই আমি এসেছি আপনার কাছে। যেকথা মা কোনদিন বলতে পারবে না সেটা তো আমাকেই বলতে হবে।"
"মল্লিকা পারবে না কেন?"
"পারবে না কেন?" শুভপ্রসন্নর মুখের দিকে পুরো দৃষ্টি মেলে দেয় রাই।
"আপনি কেন বুঝছেন না আমি — আমিও জানি আপনি আমাদের জন্য কি করেছেন। কতখানি করেছেন। মা দুহাত পেতে আপনার কাছ থেকে নিয়েই গেছে।" দম নেয় একটু রাই। ওর মুখটা এখন আরও লাল দেখাচ্ছে। শুভপ্রসন্নর মনে হল হঠাৎ শেষ বিকেলের সূর্য। রাই বলে চলে "আমি আপনাকে বা মাকে দোষ দিচ্ছি না। মায়ের হয়ত আপনাকে প্রয়োজন ছিল। বা হয়ত ..... হয়ত আপনার প্রতি আকর্ষণও ছিল। হয়ত আপনারও ছিল। হয়ত সেজন্য নিজে সংসারধর্ম করেন নি। হয়ত মার জন্য এটা আপনার স্যাক্রিফাইস। হাততালি পাওয়ার মতো। নাটকে। নভেলে। বা হয়ত সত্যি সত্যি প্লেটোনিক লভ। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে রাই।
শুভপ্রসন্ন দেরাজ খুলে ওষুদের বাক্স থেকে বড়ি নেন হাতে। ফিল্টার থেকে একগ্লাস জল। "খেয়ে নেও। জ্বরটা আর বাড়বে না।" একদৃষ্টে রাইয়ের ওষুধ খাওয়া দেখেন। "রাই। ভালবাসি আমি তোমাকেও নিজের মেয়ের মত ছাড়া কি দেখেছি?"

"না। দেখেন নি। আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেটাই তো সব নয়। পরিচয়টাও দরকার। আপনার পরিচয় কি? কী পরিচয় আমি বন্ধুবান্ধবের কাছে দেব। আমার জীবনটা কী হবে? আপনার ভালবাসা নিয়েই থাকব? আমি যার কাছে নিজেকে সঁপে দেব তাকে কী বলব? কে আপনি? বলুন! বলুন কে আপনি?"
প্রশ্নটা ঘরের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে থাকে। পুব দেয়াল থেকে পশ্চিম দেয়াল। ঘুরন্ত পাখায় ধাক্কা খেয়ে টেবিলে। ছিটকে যায় বইয়ের দেরাজে। আয়নায়। শুভপ্রসন্ন দেখতে পান। নিজেকে। প্রশ্নটা আওড়ান। কে আপনি? কে তুমি শুভপ্রসন্ন? কী পরিচয় তোমার? সেই দয়াময়ের বন্ধু? চাকুরে? না। না। ব্যবসায়ী? কে? কারও কি পিতা তুমি? অন্ততঃ পিতার মতো? কে তোমার স্ত্রী? কে মেয়ে? কোথায় তারা যারা বলবে তুমি শুভপ্রসন্ন বসুরায়? সত্যিই তো? কি পরিচয়? শুধু শুভপ্রসন্ন? একটা লোক মাত্র যে একদিন চোখ বুজে হাঁ মুখে পৃথিবীতে এসেছিল? গত সাতান্ন বছরে কি তোমার অ্যাচিভমেন্ট? কর্ম কী? ধর্ম কী?

শুভপ্রসন্ন নিজেকে উত্তর দিতে পারলেন না। রাই উপুড় হয়ে কেঁদে চলেছে। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় শুভপ্রসন্ন। পরিচয়হীন শুভপ্রসন্ন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com